ব্যাস কহে শুকপাখী, আমি যে ভারত লিখি,
বৈকুণ্ঠপতির সব লীলা।
বাসুদেব যদুবংশ, কৃষ্ণ নারায়ণ-অংশ,
লিখি তাঁর ঐশ্বর্য্যের খেলা।।
লিখিবারে তার মর্ম্ম, ব্যাখ্যা করিয়াছি ব্রহ্ম,
স্বয়ং কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার।
কোন প্রেমে তাঁরে পাই, আমি তাহা লিখি নাই,
তুমি তাহা করহে প্রচার।।
গ্রন্থ হ'বে ভাগবত, সাধুজন মনোমত,
ব্রজভাব মাধুর্য্যের ধার্য্য।
গ্রন্থ হ'বে পরচার, ভক্তিরস তত্ত্বসার,
রসিক ভকত শিরোধার্য্য।।
শুনি ব্যাস ভাবে মনে, ব্যাস কহে ব্যাস স্থানে,
এরা দুই শুক শ্যাম শুক।
এরা কহে রচিবারে, এ রচনা রচিবারে,
এবে আমি না হ'ব ইচ্ছুক।।
ফিরে যাক্ যোগে বসা, দেখি করিয়া তপস্যা,
তপস্যায় বসিলেন মুনি।
কতদিন গত হয়, দৈবে এমন সময়,
শুনিতে পাইল দৈববাণী।।
শীঘ্রই রচনা কর, বৃথা কেন কাল হর,
উপলক্ষ্য তোমাকে রাখিব।
লিখিতে উদ্যোগী হও, করে তুলি' তুলী লও,
যা করিবে আমি সে করিব।।
এই দৈব বাণী শুনি, লিখিতে লাগিল মুনি,
কৃষ্ণলীলা রস ভাগবত।
লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ, ব্রজলীলার বৃত্তান্ত,
ব্রজলীলা লিখে মনোরথ।।
শান্ত দাস্য-সখ্য আদি, বাৎসল্যের যত বিধি,
মধুরের রাধা প্রেমরস।
দাস্য শান্ত ক্রিয়া গুণ, লিখিতে হ'ল নিপুণ,
মধুরের ক্রিয়া গুণ যশ।।
লিখিতে উদ্যত হ'ল, হেন কালেতে শুনিল,
দৈববাণী হ'ল পুনর্ব্বার।
'আর না লিখ আগত, ব্রজভাব তত্ত্ব যত,
তা লিখিবে নন্দন তোমার'।।
পরে ব্যাস-পুত্র যিনি, শুকদেব মহামুনি,
তিনি লিখিলেন ভাগবত।
লিখিতে লিখিতে মুনি, পরে হ'ল দৈববাণী,
'আর না লিখিও তোল হাত'।।
কতদিন গত হ'ল, ব্যাস ভাবিতে লাগিল,
আমি লিখি আমি করি সই।
যদ্যপি লেখান হরি, জানিতে তা আমি পারি,
অন্যে তাহা জানিল বা কই?
দৈববাণী শুনিলাম, আমি একা জানিলাম,
গ্রন্থ মান্য হ'বে স্বর্গ মর্ত্ত্য।
গোলোক বৈকুণ্ঠ মান্য, হইল যে গ্রন্থ ধন্য,
দেবগণে না জানিল তত্ত্ব।।
গোলোক বিহারী হরি, গণপতিরূপ ধরি,
হয়েছেন শিবের নন্দন।
কোলে করিয়া ভবানী, হ'ল গণেশ জননী,
কোলে আদি ব্রহ্ম সনাতন।।
এবে বক্তা আমি হ'ব, গণেশেরে লেখাইব,
চলিলেন কৈলাস শিখর।
স্তব করে মহামুনি, ব্যাসের স্তবন শুনি,
তুষ্ট হ'লে দেব দিগম্বর।
আজ্ঞা দিল গণেশেরে, যেতে ব্যাস সমীভ্যরে,
গণেশ বলিল 'আমি যা'ব।
বলিতে বিলম্ব হ'লে, হস্ত অবসর পেলে,
লিখিব না ফিরিয়া আসিব'।।
শুনি ব্যাস চমকিত, হইলেন উপস্থিত,
বৈকুণ্ঠে নারায়ণ সদনে।
গললগ্নি-কৃতবাসে, স্তব করে পীতবাসে,
তুষ্ট হরি ব্যাসর স্তবনে।।